২০২২ সনের ..... নম্বর আইন

বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গানিরোধ আইন, ২০০৫ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন, ২০২২ (খসড়া)

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গানিরোধ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৬ নং আইন) সংশোধন করা সমীচীন এবং প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।– (১) এই আইন বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গানিরোধ (সংশোধন) আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গানিরোধ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ৬ নং আইন) অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া, উল্লিখিত এর ধারা ২ এর দফা (ঘ), (ছ), (ট), (ড), (ঢ) নিম্নরূপ (ঘ), (ছ), (ট), (ড), (ঢ) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে এবং দফা (ক) এর পরে নূতন দফা (কক) এবং (ঘ) এর পরে নূতন দফা (ঘঘ) নিম্নরূপে সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"(কক) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (Competengt Authority)" অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য অর্জনে মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা সম্পন্ন নবম বা তদূর্ধ গ্রেডের যে কোন কর্মকর্তা।

(ঘ) "পশু" অর্থে লিঙ্গ বা প্রজাতি বা বয়স যাহা্ই হউক নিম্নবর্ণিত পশু অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ-

(অ) গবাদিপশু (Large ruminant) যথা, গরু, মহিষ, গয়াল ও উট;

(আ) ছাগল জাতীয় (Small ruminant) যথা, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা;

(ই) মুরগি জাতীয় (Fowl) মুরগি, টার্কি, কোয়েল, কবুতর ও উটপাখি;

(ঈ) হাঁসজাতীয় (Anatidae) যথা, হাঁস ও রাজহাঁস;

(উ) ঘোড়াজাতীয় (Equine) যথা, ঘোড়া ও গাধা;

(ঊ) পোষাপ্রাণী (Pet) যথা, বিড়াল, কুকুর, খরগোশ, টিয়া, শালিক, ময়না এবং সরকার ঘোষিত অন্য কোন বাহারি পাখি (Ornamental birds);

(এ) সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষিত (অ) হইতে (ঊ) তে উল্লিখিত পশু ব্যতীত অন্য যে কোন পশু।

(ঘঘ) প্রধান সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা" অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা যদি মহাপরিচালক ভেটেরিনারিয়ান না হইয়া থাকেন তবে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিদপ্তরের যে কোন পরিচালক যিনি ভেটেরিনারিয়ান;

(ছ) **"মহাপরিচালক"** অর্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(ট) "রোগাক্রান্ত পশু" অর্থ কোন সংক্রামক বা জুনোটিকসহ অন্য যে কোন রোগে আক্রান্ত বা একজন ভেটেরিনারিয়ানের অধীনে চিকিৎসাধীন কোন পশু;

(ড) "সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা" অর্থ বিদ্যমান স্থলবন্দর বা নৌবন্দর বা সমুদ্র বন্দরে কর্মরত ভেটেরিনারি প্যাথোলোজিস্ট (নন-ক্যাডার) বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যিনি বিসিএস (লাইভস্টক) ক্যাডারভূক্ত কর্মকর্তা হইবেন;

(ঢ) "সঙ্গানিরোধ" অর্থে আমদানিকৃত বা রপ্তানির জন্য (ক) পশু রোগাক্রান্ত বা রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা বা (খ) পশুজাত পণ্য হইতে মানুষ বা পশুতে রোগ সংক্রামণে সক্ষম জীবানূর উপস্থিতি আছে কিনা তাহা পরীক্ষাপূর্বক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সঙ্গানিরোধ সনদ প্রদানের জন্য সঙ্গানিরোধ কেন্দ্রে বা অনুমোদিত সঙ্গানিরোধের সুবিধা সম্বলিত কোন স্থানে বা আঙ্গিনায় ভেটেরিনারিয়ানের অধীনে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অন্তরীণ রাখা৷

৩। ২০০৫ সনের ৬ নং আইনের ৩ ধারা প্রতিস্থাপন।-উক্ত আইনের ধারা ৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৩। **পশু ও পশুজাত পণ্যের সঙ্গানিরোধ, আমদানি ও রপ্তানি নিষিদ্ধ, ইত্যাদি।—(১)** এই আইন , আইনের অধীনে প্রণীত বিধির ও The Imports and Exports (Control) Act, 1950 (XXXIX of 1950) এর অধীন সরকার কর্তৃক, সময় সময় জারীকৃত আমদানি বা রপ্তানি নীতি আদেশে বিধৃত শর্তে কোন পশু বা মানুষের রোগের কারণ হইতে পারে এইরূপ কোন পশু বা পশুজাত পণ্যের সঙ্গানিরোধ, আমদানি বা রপ্তানি নিষিদ্ধ, সীমিত বা অন্য কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে ।

(২) আইন বা আইনের অধীনে প্রণীত বিধি ও The Imports and Exports (Control) Act, 1950 (XXXIX of 1950) এর অধীন সরকার কর্তৃক, সময় সময় জারীকৃত আমদানি বা রপ্তানি নীতি আদেশের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে আইন ও এই বিধি প্রাধান্য পাইবে।"

৪। ২০০৫ সনের ৬ নং আইনে নূতন ধারা ৩ক সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ৩ এর পরে নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩ক সন্নিবেশ হইবে।

"৩ক। আমদানি ও রপ্তানি পূর্ব অনাপত্তিপত্র গ্রহন ইত্যাদি।—(১) মহাপরিচালক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনাপত্তিপত্র গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি বানিজ্যিক উদ্দেশে বা গবেষণার জন্য পশু বা পশুজাত পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করিতে পারিবেন না।

(২) বাংলাদেশে গৃহপালিত পশু হিসাবে লালিত-পালিত হয় না বা হইতেছে না এইরূপ নূতন কোন পশু বা পশুর কোন নূতন জাত আমদানির জন্য অনুমতিপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহন করিতে হইবে।

(৩) আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্য, প্রয়োজন এবং জনস্বাস্থ্য ও প্রাণিস্বাস্থ্য বিবেচনা করিয়া মহাপরিচালক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আমদানি বা রপ্তানি জন্য পশুর সংখ্যা, উহার কোন প্রজাতি বা জাত এবং পশুজাত পণ্যের সংখ্যা বা পরিমান অনাপত্তিপত্রে নির্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করিবেন।

(৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারি ইস্যুকৃত অনাপত্তিপত্র আবেদনকারী আমদানিকারক বা রপ্তানিকারককে তাহার আবেদনের প্রেক্ষিতে বা নিজ উদ্যোগে কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অবহিত করিয়া যে কোন সময় উহা বাতিল বা সংশোধন করিতে পারিবেন, তবে অনাপত্তিপত্রের মেয়াদ দুইবারের বেশি সংশোধন করিতে পারিবেন না।

(৫) আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, বাংলাদেশ যাহার সদস্য হিসাবে বা অন্য কোন দেশের সাথে সরকার কোন সমঝোতা স্মারক বা চুক্তির শর্ত হিসাবে বাধ্যবাধকতা থাকিলে বা বাধ্যবাধকতা শিথিল বা অবলোপন করা হইলে, মহাপরিচালক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনাপত্তিপত্র প্রদান এবং উহাতে কোন শর্ত আরোপ বা বাতিল বা পুণঃআরোপ করিবার ক্ষেত্রে উক্তরূপ বাধ্যবাধকতা বিবেচনায় লইতে পারিবেন।

(৬) এই ধারায় যাহাই উল্লেখ থাকুক মহাপরিচালক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনধিক দুইটি পোষাপ্রাণি বা পারিবারিক পুষ্টির জন্য অনধিক দুইটি পশু বা অনধিক পাঁচ কিলোগ্রাম মাংস বা পাউডার দুধ নির্ধারিত শর্তে আমদানি করার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।”

৫। ২০০৫ সনের ৬ নং আইনে নূতন ধারা ৫ক সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ৫ এর পরে নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫ক ও ৫খ সন্নিবেশ হইবে।

“৫ক। সঙ্গানিরোধ কেন্দ্র (Quarantine Centre) স্থাপন।— (১) সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে এক বা একাধিক স্থানে সঙ্গানিরোধ কেন্দ্র স্থাপন করিবে এবং স্থাপিত সঙ্গানিরোধ কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত সঙ্গানিরোধ কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে৷

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন সঙ্গানিরোধ কেন্দ্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সঙ্গানিরোধ কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন ও কার্য সম্পাদন করিবেন৷”

“৫খ। সঙ্গানিরোধ ব্যবস্থাপনা ও মেয়াদ।—(১) সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা, আমদানিকৃত সকল পশু বা পশুজাত পণ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং মেয়াদে সঙ্গানিরোধে রাখিবার জন্য সঙ্গানিরোধ কেন্দ্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে লিখিত আদেশ প্রদান করিবেন এবং প্রধান সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা ও আমদানিকারকে অবহিত করিবেন।

(২) রপ্তানির জন্য পশু বা পশুজাত পণ্য, সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা বন্দর চত্বরে বা কনটেইনারে বা পরিবহনে থাকাকালীন পরিদর্শন এবং স্বাস্থ্যসনদ বা উপযুক্ততার সনদসহ আনুষঙ্গিক কাগজাদি বিবেচনা করিয়া সঙ্গানিরোধের প্রয়োজনীয়তা থাকিলে বা আমদানিকারী দেশের চাহিদা মোতাবেক সঙ্গানিরোধ না হইয়া

থাকিলে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সঙ্গানিরোধ করিবার জন্য সঙ্গানিরোধ কেন্দ্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে লিখিত আদেশ প্রদান করিবেন এবং প্রধান সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা ও আমদানিকারকে অবহিত করিবেন।

(৩) সঙ্গানিরোধ সনদের ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা –(ক) রোগাক্রান্ত না হইলে আমদানিকৃত পশু বা পশুজাতপণ্য আমদানিকারীর অনুকুলে ছাড় করিবার জন্য বা রপ্তানির ক্ষেত্রে জাহাজিকরণের জন্য অনাপত্তি প্রদান করিয়া কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন ; (খ) পশু জুনোটিক রোগে বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলে বা জুনোটিক বা সংক্রামক রোগ ব্যতিত অন্য কোনে রোগে আক্রান্ত হইলে বা পশুজাত পণ্যে জুনোটিক রোগে বা সংক্রামক রোগের জীবাণুর উপস্থিতি সনাক্তকৃত হইলে উক্তরূপ সকল পশু এবং পশুজাত পণ্য সরকারের অনুকুলে বাতিল করিয়া পরিবেশসম্মতভাবে ধ্বংস করিবেন (গ) পশু জুনোটিক রোগে বা সংক্রামক রোগ ব্যতিত অন্য কোনে রোগে আক্রান্ত হইলে বা পশুজাত পণ্যে অনুরূপ রোগের জীবাণূ সনাক্তকৃত হইলে চিকিৎসা বা জীবানূমুক্তকরণের পরামর্শ প্রদান করিয়া নিস্পত্তি করিবেন।

(ঘ) দফা (খ) এবং (গ) এর ক্ষেত্রে কারণ উল্লেখপূর্বক আমদানিকারক এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(৪) আইন বা বিধি বা অন্য কোন আইনে যাহাই থাকুক আমদানিকৃত বণ্যপ্রাণি এই ধারার অধীন সঙ্গানিরোধ ব্যতিত আমদানিকারীর অনুকুলে ছাড়পত্র প্রদান করা যাইবে না।”

৬। ২০০৫ সনের ৬ নং আইনের ৬, ৭ ও ৯ ধারা প্রতিস্থাপন।-উক্ত আইনের ধারা ৬ ও ৭এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬ ও ৭ এবং ধারা ৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“৬। **সঙ্গানিরোধের জন্য পশু এবং পশুজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণ** ।- সঙ্গানিরোধের জন্য আটক সকল পশু এবং পশুজাত পণ্য প্রধান সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে থাকিবে, এবং তিনি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত পশু এবং পশুজাত পণ্যের সঙ্গানিরোধ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন৷

৭। **প্রধান সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তার ক্ষমতা ও কার্যাবলী**।- (১) প্রধান সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী নিস্পন্ন করিতে পারিবেন এবং সারা বাংলাদেশ তাহার অধিক্ষেত্র হইবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রধান সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা উহার যে কোনো ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য অধিক্ষেত্র উল্লেখ করিয়া সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

৯। **আমদানিকারক কর্তৃক আমদানির বিষয়ে অবহিতকরণ** ।-প্রত্যেক আমদানিকারক কোন পশু ও পশুজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে উহা বন্দরে পৌছিবার ন্যূনতম ১৫ (পনের) দিন পূর্বে উক্ত আমদানিতব্য পশু বা পশুজাত পণ্য সম্পর্কে সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তাকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবহিত করিবেন৷”

৭। ২০০৫ সনের ৬ নং আইনে নূতন ধারা ৯ক, ৯খ ও ৯গ সন্নিবেশ।– উক্ত আইনের ধারা ৯ এর পরে নিম্নরূপ নূতন ধারা ৯ক ও ৯খ ও ৯গ সন্নিবেশ হইবে, যথা:-

“৯ক। **পরিদর্শন, পরীক্ষা ও নমুনা সংগ্রহ, ইত্যাদি।-** (১) সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা, ক্ষেত্রমতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত বা রপ্তানির জন্য পশু বা পশুজাত পণ্য, উহাদের বাহন, গুদাম বা কনটেইনার ও

উহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিদর্শন, নমুনা সংগ্রহ ও উহা পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনে শোধনপূর্বক, ছাড়করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তার, ক্ষেত্রমতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ মোতাবেক আমদানিকৃত বা রপ্তানির জন্য পশু বা পশুজাত পণ্য বা উহাদের আমদানিকারক, বহনকারী বা গুদামজাতকারী বা বাহনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট গুদাম বা কনটেইনার, বাহন ও উহার অভ্যন্তরস্থ পশু বা পশুজাত পণ্য পরিদর্শন এবং প্রয়োজনে শোধনের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) আমদানিকারক বা রপ্তানিকারক, সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা, ক্ষেত্রমতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী, আমদানিকৃত রপ্তানির জন্য পশু বা পশুজাত পণ্য দ্রব্যাদি পরীক্ষা ও উহা হইতে নমুনা সংগ্রহ করিবার অনুমতি প্রদানে বাধ্য থাকিবেন এবং নমুনা বাবদ কোন মূল্য দাবী করিতে পারিবেন না।

৯খ। কন্টেইনার স্থানান্তর।- সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তার নিকট পরীক্ষাধীন পশু বা পশুজাত পণ্য তাহার অনুমতি ব্যতীত স্থানান্তরিত করা যাইবে না বা কোনো কন্টেইনার খোলা যাইবে না:
তবে শর্ত থাকে যে, শুল্ক কর্মকর্তার কার্য নির্বাহের জন্য উক্ত বিধানটি শিথিলযোগ্য হইবে।

৯গ। সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তার নিকট ঘোষণা প্রদান।- (১) কোনো ব্যক্তি তাহার সম্মতিক্রমে বা অসম্মতিতে কোনো পশু বা পশুজাত পণ্য বাংলাদেশের বাহির হইতে প্রাপ্ত হইলে, তিনি বা সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কাস্টমস কর্মকর্তা নিকটস্থ সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করিবেন।

(২) সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পশু বা পশুজাত পণ্য পরিদর্শন ও পরীক্ষান্তে বিধিমতে উহা সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্তক্রমে ছাড়করণ বা ধারা ৫খ এর উপধারা (৩) দফা (খ) বা (গ) অনুসারে বা বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।”

৮। ২০০৫ সনের ৬ নং আইনের ১০ ধারা প্রতিস্থাপন।-উক্ত আইনের ধারা ১০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“১০। **সংক্রামিত পশু ও পশুজাত পণ্যের সংস্পর্শে আসা পশু ও পশুজাত পণ্য, ইত্যাদি** ।-(১) যদি আমদানিকৃত কোন পশু জুনোটিক বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত বা কোন পশুজাত পণ্যে জুনোটিক বা সংক্রামক রোগের জীবাণূ সনাক্তকৃত হয়, তবে উক্তরূপ পশু বা পশুজাত পণ্যের সংস্পর্শে আসা সকল পশু বা পশুজাত পণ্য সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা ধারা ৫খ এর উপধারা (৩) দফা (খ) বা (গ) অনুসারে বা বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) উক্তরূপে রোগাক্রান্ত পশুর সংস্পর্শে আসিয়াছে এইরূপ পশুর গাত্রাবরণ, মলমূত্র, সরঞ্জামাদি, ঘাস, খড়, খাঁচা বা অন্যান্য দ্রব্য বা উক্ত পশুজাত পণ্য বাজেয়াপ্তযোগ্য এবং ধ্বংস করিতে হইবে।”

৯। ২০০৫ সনের ৬ নং আইনের ১৩ ধারা প্রতিস্থাপন।-উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“১৩। বৈধ অনুমতিপত্র ব্যতিরেকে আমদানিকৃত পশু বা পশুজাত পণ্য সম্পর্কিত বিধান।- যদি বৈধ অনুমতিপত্র ও স্বাস্থ্য সনদ ব্যতিরেকে কোন পশু বা উপযুক্ততা সনদ ব্যতীত পশুজাত পণ্য আমদানি করা হয় বা আমদানির পক্ষে আমদানিকারী কোন উপযুক্ত কাগজাদি উপস্থাপন করিতে না পারেন তবে ধারা ২১ এর অতিরিক্ত হিসাবে আমদানিকৃত পশু বা পশুজাত পণ্য সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উহা দখলে গ্রহন করিয়া সরকারের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত করিবেন এবং আইন ও বিধি অনুসারে নিস্পন্ন করিবেন।”

১০। ২০০৫ সনের ৬ নং আইনের ১৪ ধারা প্রতিস্থাপন।-উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“১৪। প্রশাসনিক আদেশের বিরুদ্ধে আপীল, ইত্যাদি।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, মহাপরিচালক বা সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অনুরূপ আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের তারিখের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রতিকার লাভের উদ্দেশ্যে-

(ক) আদেশটি যদি মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকারের নিকট; এবং

(খ) আদেশটি যদি সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদান করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মহাপরিচালকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন৷

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপীল দাখিল হইলে, উহা দাখিলের অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করিতে হইবে৷”

১১। ২০০৫ সনের ৬ নং আইনে নূতন ধারা ১৪ক ও ১৪খ সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর পরে নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৪ক ও ১৪খ সন্নিবেশ হইবে, যথা:-

“১৪ক। ফি ,মূল্য ইত্যাদি বাবদ আদায় ।-(১) সরকার গেজেট নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে এই আইনের উদ্দেশে কোন পশু বা পশুজাত পণ্য সঙ্গানিরোধ, পরিবহন, পরীক্ষা, সংরক্ষণ ও চিকিৎসা, স্বাস্থ্য সনদ বা উপযুক্ততার সনদ বাবদ ফি নির্ধারণ বা পুণঃ নির্ধারণ করিবে।

(২) সঙ্গানিরোধকালীন ব্যবহৃত ঔষধ বা টিকা বা পশুখাদ্য বা পশু যানবাহনে উত্তোলন ও অবতরণ করিবার জন্য শ্রমিকের মজুরি বাবদ প্রকৃত ব্যয়ের অর্থ সংশ্লিষ্ট আমদানিকারী বা রপ্তানিকারীর নিকট হইতে বিধিমতে আদায় করিতে পারিবে।

(৩) বলবৎ অন্য আইনে বা বিধিতে বাধ্যবাধকতা থাকিলে ফি বা প্রকৃত ব্যয়ের সহিত আয়কর বা বা ভ্যাট (Value Added Tax) আদায়যোগ্য হইবে।

১৪খ। প্রশাসনিক জরিমানা।- প্রধান সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা বা সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তিকে নিচে বর্ণিত কাজের জন্য অনধিক অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা তবে কোনভাবেই বিশ হাজার টাকার নিচে নহে প্রশাসনিক জরিমানা করিতে পারিবেন-

(ক) কোনো সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা বা উপযুক্ত কর্তুপক্ষকে দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করিলে, প্রতিরোধ করিলে অথবা ভীতি প্রদর্শন করিলে;
(খ) এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রদত্ত আদেশ ও নির্দেশনা প্রতিপালনে অস্বীকার করিলে অথবা অবজ্ঞা করিলে;
(গ) আমদানি অনুমতিপত্র বা ছাড়পত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে;
(ঘ) ধারা ৯খ এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য বা অগ্রাহ্য করিলে;
(ঙ) ধারা ৯গ এর বিধান লঙ্ঘন করিলে;
(চ)উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপিত অথবা তদ্‌কর্তৃক জারিকৃত কোনো দলিলের পরিবর্তন বা বিকৃত করিলে।”

১২ । ২০০৫ সনের ৬ নং আইনের ১৫ ধারায় “বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ” সন্নিবেশ ।-উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর দ্বিতীয় লাইনে “সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা বা ” এর পরে “ বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ” সন্নিবেশ হইবে।

১৩ । ২০০৫ সনের ৬ নং আইনের ১৮ ধারায় “ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা” সন্নিবেশ ।-উক্ত আইনের ধারা ১৮এর প্রথম লাইনে “সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তার” এর পূর্বে “উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা” সন্নিবেশ হইবে।

১৪ । ২০০৫ সনের ৬ নং আইনের ২০ ধারা প্রতিস্থাপন।-উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

“২০। **দণ্ড** ।- (১) যদি বৈধ অনুমতিপত্র ও স্বাস্থ্য সনদ ব্যতিরেকে কোন পশু বা উপযুক্ততা সনদ ব্যতীত পশুজাত পণ্য আমদানি করা হয় বা আমদানির পক্ষে আমদানিকারী কোন উপযুক্ত কাগজাদি উপস্থাপন করিতে না পারেন বা কোন ব্যক্তি এইরূপ পশু বা পশুজাত পণ্য মজুদ, বহন বা বিক্রয় করিলে, উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।
(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো পশু বা পশুজাত পণ্য তাহার অধিকার, তত্ত্বাবধান বা নিয়ন্ত্রণে রাখিলে অথবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার, বিতরণ বা পরিবহণ করিলে, উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।”

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,